ক্যাটরিনার বাড়িতে ভিকি কৌশল, আরও বাড়ল প্রেমের গুঞ্জন

বহুদিন ধরেই বলিউড টাউনে গুঞ্জন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে। বলিউডে কান পাতলেই শোনা যায় চুপি চুপি নাকি প্রেম করছেন ক্যাটরিনা আর ভিকি। আর সেই গুঞ্জন এবার যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারণ পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়লেন ভিকি কৌশল, তাও আবার বলিউড ডিভা ক্যাটরিনা কাইফের বাড়ির সামনে।

পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় যে ছবি ধরা পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাটরিনার বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামছেন ভিকি কৌশল। তার পরনে একটা টি-শার্ট আর প্যান্ট। করোনা আবহের জন্য মাস্কে ঢাকা মুখ। এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই ক্যাটরিনা ও ভিকির ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। নানা রকমের কমেন্টে বলিউডের এই দুই তারকাকে ভরিয়ে দেন তারা।

ক্যাটরিনা ও ভিকির গুঞ্জন প্রকাশ্যে আসতেই অনেকে জানিয়েছিলেন এই জুটি তাদের ভীষণ পছন্দ। আর তাই এক ভক্ত লিখছেন, আমাদের দিনটা আজ সার্থক! এটা সত্যি ভালোবাসা। অবশেষে বলিউডের সবচেয়ে সুন্দর জুটিকে দেখা গেল। এমনই নানা রকম কমেন্টে ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশলকে ভরিয়ে দেন তাদের ভক্তরা। কেউ আবার তাদের একসঙ্গে ডাকছেন ‘ভিকট্রিনা’ বা ‘ভিকক্যাট’। ঠিক যেমন বলিউডে দীপিকা ও রণবীর কে ‘দীপবীর’ এবং বিরাট ও আনুশকাকে ‘বিরুষ্কা’ বলে ডাকা হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যাটরিনা এর ভিকিকে নিয়ে বলিউডে নানা রকম গুঞ্জন শোনা যায়। বিশেষত গতবছর দীপাবলীর একটি পার্টিতে দু’জনকে একসঙ্গে দেখে অনেকেরই এই ধারণা আরও মজবুত হয়। এছাড়াও করণ জোহরের কফি উইথ করণে ক্যাটরিনা ও ভিকি দু’জনেই প্রকাশ করেছিলেন যে অভিনেতা হিসেবে তারা পরস্পরকে পছন্দ করেন। আর তারপর থেকেই তাদের ভক্তরা বারবার জানিয়েছেন, তারা চান এই গুঞ্জন যেন সত্যি হয়। ক্যামেরার সামনে যতবার দু’জনে এসেছেন নজর কেড়েছে তাদের রসায়ন। তাই এই গুঞ্জন যদি সত্যি হয় বলিউডের আরও এক হিট তারকা জুটির মধ্যে যে ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশলের নাম জুড়বে তা বলাই বাহুল্য।

কিছুদিন আগে ভিকিকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই গুঞ্জনের ব্যাপারে। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারছি পাপারাজ্জিরা তাদের কাজ খুব ভালো করে করছেন। এটাও বুঝতে পারছি যে মানুষের আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুবই আগ্রহ রয়েছে কারণ আমরা পাবলিক ফিগার। সে ভালো কথা। কিন্তু আমি বিষয়টা শেয়ার করব কিনা তা সম্পূর্ণ আমার উপরে। আলোচনা করার জন্য আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। আমার জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ বা ভালো সেটা আমি আড়ালে রাখি।

প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে ভিকি কৌশল স্যাম মানেকশ’র বায়োপিক নিয়ে ব্যস্ত। এই ছবির পরিচালনা করেছেন মেঘনা গুলজার। ছবিতে ভিকির সঙ্গে রয়েছেন মনোজ বাজপাইও। উল্লেখ্য, ভিকির যে ছবিগুলিতে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছেন তার মধ্যে রয়েছে মাসান, উরি, সঞ্জু, এবং রাজি। অন্যদিকে, ক্যাটরিনা কাইফ এই মুহূর্তে তার পরবর্তী ছবি ‘ফোনভূত’ নিয়ে ব্যস্ত। এই ছবিতে তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন ঈশান খট্টর এবং সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় দত্ত

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুকে অস্বস্তি বোধ করায় শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তাকে আইসিইউতে রাখা রয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল।

গত সপ্তাহে ২৯ জুলাই নিজের জন্মদিন কাটিয়েছেন ৬১ বছরের ‘সঞ্জু বাবা’। তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়েছিল। সে কারণে বুকে অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। তবে সঞ্জয় দত্তের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। তার করোনা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সে কারণে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য আবার তার নমুনা সংগ্রহ করা

হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে নন-কোভিড ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। সঞ্জয়ের চিকিৎসক জলিল পারকার জানিয়েছেন, কেনো এ অভিনেতার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ওঠানামা করছে, তা জানতে বেশ কিছু পরীক্ষা করা হবে।

এদিকে, শনিবার রাতে সঞ্জয় দত্ত টুইট করে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এখন আমি ভালো আছি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছি। আমার কোভিড টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। লীলাবতী হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা শুশ্রুষায় আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারব। আপনাদের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

অবশেষে করোনা মুক্তি, হাসপাতাল ছেড়ে বাড়িতে অভিষেক বচ্চন

অবশেষে করোনা থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অভিষেক বচ্চন অভিষেকের শেষ কোভীদ-১৯ টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ ২৮ দিন পর গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) তাকে নানাবতী হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালের বোর্ডের ছবি পোস্ট করেছেন অভিষেক। তার সুস্থ হয়েও ওঠার জন্য যারা প্রার্থনা করেছেন, তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অভিনেতা।

পাশাপাশি নানাবতী হাসপাতালের যে সকল চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীরা তার দেখাশোনা করেছেন, সুস্থ করে তুলেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি অভিষেক।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় পাপারাৎজিদের ক্যামেরাবন্দি হন জুনিয়ার বচ্চন। তবে অভিষেকের আগেই ছাড়া পেয়েছেন তার বাবা অমিতাভ

বচ্চন। গত ২ জুলাই তাকে হাসপাতাল থেকে চছাড়া হয়েছিল। এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও আরাধ্যাও। তারা সকলেই বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

অধিকার আদায়ে এবার সংগঠিত হল সুরকার ও সংগীত পরিচালকরা

গানের মানুষেরা একে একে নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। সুবিধাবঞ্চিত হয়ে আসা গানের স্রষ্টারা দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নানা অনিয়মের কারণে সম্প্রতি যৌক্তিক অধিকার ও যথাযথ সম্মানী আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেন। অন্তর্জালে কয়েক দফা বৈঠক শেষে গড়ে তোলেন ‘গীতিকবি সংঘ, বাংলাদেশ’ নামের সংগঠন।

গীতিকবিদের পর এবার এক হলেন সুরকার-সংগীত পরিচালকরা। গঠন করলেন ‘মিউজিক কম্পোজার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ নামে নিজেদের সংগঠন। এ বিষয়ে সংগীত পরিচালক ফরিদ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, সুরকার-সংগীত পরিচালকদের নিয়ে এমন একটি সংগঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত আজাদ রহমান, সঙ্গে আমিও ছিলাম। একটি কমিটিও করেছিলাম। সেখানে আজাদ ভাই সভাপতি আর আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই প্রয়াত হন আজাদ ভাই (১৬ মে, ২০২০)। অসম্পূর্ণ সেই উদ্যোগটিকে এখন বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের পেশাগত এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম এবং সেটির খুব দরকারও বটে। এই সংগঠনে লক্ষ্য- দেশীয় সংগীতের উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখা। আর তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক সভায় আমরা গঠন করি ‘মিউজিক কম্পোজার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ নামের সংগঠনটি।

সভায় শেখ সাদী খানকে প্রধান আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যের কমিটি

চূড়ান্ত করা হয়। এতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- নকীব খান, আনিসুর রহমান তনু, ফরিদ আহমেদ, ফোয়াদ নাসের বাবু, রিপন খান, শওকত আলী ইমন, পার্থ বড়ুয়া, এস আই টুটুল, পার্থ মজুমদার ও বাপ্পা মজুমদার। জ্যেষ্ঠ সংগীত পরিচালক আলী হোসেন, আলম খান, মো. শাহ্ নেওয়াজ প্রমুখ এই সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে থাকছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট!

সুশান্ত সিং রাজপুত এর বাবা কে কে সিং দাবি করেছেন ফেব্রুয়ারি মাসেই মুম্বাই পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন সুশান্তের জীবনে কোনো বিপদ আসতে পারে। কিন্তু মুম্বাই পুলিশ কোনো রকম পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি করেছেন সুশান্তের বাবা। সেই সময় সুশান্ত, তার দিদি প্রিয়াঙ্কা, দুলাভাই তথা হরিয়ানার পুলিশ ওপি সিং এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে কিছু কথাবার্তা হয়। সেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এর কিছু অংশ সংবাদমাধ্যম টাইমস নাও প্রকাশ করেছে।

জানা যাচ্ছে, এই সময় বান্দ্রার ডিসিপি পরমজিৎ সিংকে জানানো হয় সুশান্তের কাছে হুমকি আসছে। সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত খবরাখবর তাদের যাতে জানানো হয় তার আবেদন করেছিল সুশান্তের পরিবার। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৪ জুন বান্দ্রার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় সুশান্তের ঝুলন্ত দেহ। মুম্বাই পুলিশ জানায় আত্মঘাতী হয়েছেন অভিনেতা।

টাইমস নাও-এর হাতে আসা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এ দেখা যাচ্ছে, সুশান্ত এর দুলাভাই তাকে মেসেজ করে বলছেন, তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছে পরিবার। তিনি লিখছেন, তোমার পরিবারের সকলে তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছে। তারা ভাবছে তোমার ক্ষতি করছে

কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী মানুষ, যারা তোমাকে ভুল ওষুধ দিচ্ছে এবং ঠিকমত খেতে দিচ্ছে না, ঘুমোতে দিচ্ছে না। তোমায় হতাশায় ভুগতে বাধ্য করছে এবং নিজেদের বশে রাখছে। তারা তোমার টাকা ওড়াচ্ছে এবং তোমার সমস্ত কন্টাক্ট ব্যবহার করছে।

সুশান্তের দুলাভাই এই সমস্তটাই জানিয়েছিলেন বান্দ্রা ডিসিপিকে। তিনি সেই চ্যাটে সুশান্তকে বলেছিলেন, কোনও কিছু সমস্যা হলে সেটা পুলিশের জানা উচিত। তাই তিনি সমস্ত বিষয় বান্দ্রা পুলিশকে জানাবেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপে আরও লিখেছিলেন, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে জানতে পেরেছি যে সুশান্তকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কাছে বেশি সময় নেই। রিয়া নামের মেয়েটি মিরান্ডা ও শ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে সুশান্তকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে।

সুশান্তের বোন একটি মেসেজে লিখেছিলেন, রিয়া চাইছে সুশান্তের সমস্ত মূল্যবান যোগাযোগ ব্যবহার করে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা তৈরি করতে। সুশান্ত এর উপর ভর করে বলিউডে খ্যাতি পেতে চাইছে। সুশান্তের কাছে সময় থাকলেও ও কিন্তু আমাদের সাবধান করেছে। ওকে কড়া ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। রিয়ার ঠিক করা তিনজন চিকিৎসক ওকে কড়া সাইকোটিক ওষুধ দিয়েছে যার প্রেসক্রিপশন রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে রিয়া এবং ওর পরিবার।

এই সমস্ত কথাবার্তাই হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। চ্যাট থেকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে খুবই চিন্তিত ছিল সুশান্ত সিং রাজপুত এর পরিবার। সুশান্তের সঙ্গে যে খারাপ কিছু হতে চলেছে তার আশঙ্কা করেছিলেন তারা আগেই। কিন্তু মুম্বাই পুলিশকে জানিয়ে কোনো কাজ হয়নি। সূত্র: কলকাতা ২৪x৭।

অসংখ্য নায়িকার সঙ্গে সম্পর্ক-তিনবার বিয়ে, এখন কেমন আছেন

সঞ্জয় দত্ত?

নামের পাশে যতই দীর্ঘ হোক অপরাধের ছায়া, নারীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তায় তার আঁচ লাগেনি। ক্যারিয়ারের প্রথম থেকেই তার ব্যক্তিগত জীবন রঙিন হয়েছে বিভিন্ন প্রেয়সীর সান্নিধ্যে।

নিজের ‘প্লে বয়’ ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি খুশি। নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন সুনীল-পুত্র। এমনকি, তার স্বীকারোক্তি, তিনি একইসঙ্গে তিনজন বান্ধবীর সঙ্গেও ডেটিং করেছেন!

সঞ্জয় দত্ত এবং টিনা মুনিম ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু। পরে টিনার বিপরীতেই জীবনের প্রথম ছবি ‘রকি’-তে অভিনয় করেন সঞ্জয়। সে সময় থেকেই তাদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়।

মা নার্গিসের গভীর প্রভাব ছিল সঞ্জয়ের জীবনে। নার্গিসের মৃত্যুর পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেটা অনেকটা পূরণ করেছিলেন টিনা। পরে জানান সঞ্জয়। বান্ধবী টিনা তার জীবনে চলার পথে অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু কোনওদিন হস্তক্ষেপ করেননি সঞ্জয়ের ক্যারিয়ারে।

এমনকি, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে জুটি বেঁধে সঞ্জয়ের অভিনয় করাতেও কোনও আপত্তি করতেন না টিনা। অন্যদিকে নায়িকা টিনাকে ঘিরেও একাধিক সম্পর্ক গুঞ্জরিত হয়েছিল। সেসব শুনে সঞ্জয় নাকি মেজাজ হারাতেন। টিনাকে ঘিরে এতটাই তীব্র ছিল তার অধিকারবোধ।

কিন্তু সঞ্জয়-টিনা সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শোনা যায়, সঞ্জয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন মেনে নিতে পারেননি অভিনেত্রী। আবার ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে এও শোনা যায়, সঞ্জয়কে ছেড়ে টিনা মুনিম সে সময় রাজেশ খান্নার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন।

রিচা শর্মার ছবি সঞ্জয় প্রথম দেখেছিলেন পত্রপত্রিকায়। তখন থেকেই তিনি রিচায় মুগ্ধ। পরে এক ছবির মহরতে দু’জনের আলাপ হয়। রিচার টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে সঞ্জয়ই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ করেন।

বেশ কয়েকবার অনুরোধের পরে রিচা রাজি হন সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ করতে। ধীরে ধীরে সেখান থেকেই প্রেমের সূত্রপাত। ১৯৮৭ সালে উটিতে ‘আগ হি আগ’ ছবির শুটিংয়ে রিচাকে প্রোপোজ করেন সঞ্জয়। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হতে সময় চেয়েছিলেন রিচা।

তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন।

কিমি কাটকার এবং রতি অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে সঞ্জয়ের নাম জড়িয়ে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেসবই খুব অল্প সময়ের জন্য। নায়িকাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের প্রেমের গুঞ্জন বন্ধ হয় তার তৃতীয় বিয়ের পর।

মান্যতার সহজ সরল স্বভাব ভাল লেগেছিল সঞ্জয়ের। দু’বছরের প্রেমপর্বের পরে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মান্যতাকে বিয়ে করেন সঞ্জয়। ২০১০ সালে জন্ম হয় তাদের যমজ সন্তানের। সঞ্জয়ের অতীতের অসংখ্য সম্পর্কের কোনওটাই ছায়া ফেলেনি তার তৃতীয় দাম্পত্যে। জীবনের কঠিন সময়েও তার পাশে স্তম্ভের মতো আছেন স্ত্রী মান্যতা। সূত্র: আনন্দবাজার

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জায়েদ খানের কঠোর সমালোচনা চলচ্চিত্র প্রযোজক খোকনের

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আলিমুল্লাহ খোকন ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রবিবার ভিডিও বার্তায় বলেন, মগবাজারে কোনো রংবাজি চলে না। আর রংবাজি করে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। জায়েদ খান ‘অন্তর জ্বালা’ সিনেমা বানিয়েছেন। সেই ছবিটা তিনি লগ্নি করেননি বলে অভিযোগ করেছেন নাসির শাহ।

তবে তৎকালীন তিনি সেটা দেখাশুনা করে নিজের নামে চালিয়েছেন। সব ঠিক আছে, কিন্তু ছবিতে কাজ করিয়ে নিয়ে শিল্পীদের টাকা পরিশোধ করেননি তিনি। অনেকে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগগুলো প্রমাণিত হওয়ার পর তার প্রযোজক সমিতির সদস্যপদ বাতিল হবে।

খোকন আরও বলেন, জায়েদ খান শিল্পী সমিতির ১৮৪ জনকে বিভিন্ন কারণ

দেখিয়ে বহিষ্কার করেছেন। তারা যখন শিল্পী সমিতির সদস্য হয়েছেন তখন এই জায়েদ খানের জন্মই হয়নি। তারপরও তাদের সদস্যপদ বাতিল করেছেন। শিল্পীরা নতুন কাজ কীভাবে করবেন তা না ভেবে রাজনৈতিক খেলা করছেন। এগুলো বাদ দিয়ে শিল্পীদের কাজ করা নিয়ে ভাবেন। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

তিনি আরও বলেন, চলচ্চিত্র ১৮ সংগঠন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেখানে শিল্পীদের রেমুনারেশন নিয়ে একটা নীতিমালা করেছিল। প্রযোজক বাঁচানোর জন্য ওই নীতিমালা করা হয়েছিল। সেখানেও শিল্পী সমিতি সমন্বয় না করে নীতিমালার বিরুদ্ধে কথা বললেন।

প্রযোজিক যদি চলচ্চিত্রে কাস্ট না করায় তাহলে আপনি কীভাবে চলচ্চিত্রে কাজ করবেন? তাই এসব না করে শিল্পীরা কিভাবে চলচ্চিত্রের কাজ করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন। রংবাজি কিন্তু মগবাজার চলে না, আর মগবাজের বাহিরে গিয়েও কেউ রংবাজি করে না। এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রীর মৃত্যু

অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার অনুরূপ আইচের স্ত্রী শাহিদা আইচ নূশা শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মারা গেছেন। গত ২৮ জুলাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি আইচ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্বাসকষ্টসহ শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় ১০-১১ দিন আগে শাহিদা আইচ নূশা ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

ফেসবুকে অনুরূপ আইচ লিখেছেন, আমার লাইফে শান্তি এসেছিল নূশাকে বিয়ের পর থেকে। সেটা যখন আল্লাহ পাক নিয়ে নিল, তাহলে আমি যেভাবে থাকলে মহান মালিক খুশি থাকেন, তাই হোক।

দেশের সংগীতাঙ্গনে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা অনুরূপ আইচ। এ

পর্যন্ত তিনি লিখেছেন সহস্রাধিক গান। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে শহীদ ও শুভমিতার গাওয়া ‘এক জীবন’, আইয়ুব বাচ্চুর ‘দিল’, হাসানের ‘অযুত লক্ষ নিযুত কোটি’,

মমতাজের ‘পাংখা’, আরফিন রুমীর ‘বল না কোথায় তুমি’, পড়শীর ‘তোমারই পরশ’, বেবি নাজনীনের ‘মরার কোকিল পার্ট-’, বিপ্লবের ‘মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী’, হাবিবের ‘চলতে চলতে দেখা হল’, আরফিন রুমি ও পুজার ‘তুমি আমার জীবনে সবকিছু’ ইত্যাদি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘আমি বেঁচে থাকতে সমিতিতে টোকা দেবে এমন কেউ জন্মায়নি’

‘আমি ডিপজল জীবিত থাকা অবস্থায় শিল্পী সমিতিতে টোকা দেবে তেমন কেউ বাংলাদেশে জন্মায়নি। শিল্পী সমিতির কোনো সদস্য বাদ পড়ে থাকলে নিজেরা বসে তা সমাধান করুন। আমাদের সরায়েন না। মিশা-জায়েদ আপনাদের পাশে থাকবে। আমার মনে হয় না ওরা কোথাও ত্রুটি করেছে।’

গত রবিবার সন্ধ্যায় বিএফডিসির ভিআইপি প্রজেকশন হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন এমন হুঙ্কার ছাড়লেন ঢাকাই ছবির খল চরিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা-প্রযোজক মনোয়ার হোসেন ডিপজল। সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানকে চলচ্চিত্রের ১৮ সংগঠনের বয়কটের ষোষণার পর এমন কঠিন হুঁশিয়ারি দিলেন ডিপজল।

মিশা-জায়েদকে বয়কট করার বিষয়টিকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে তিনি আরও বলেন, সামনে ঈদ। এই ঈদে যাতে শিল্পী সমিতি কিছু না করতে পারে তারই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এ সংগঠনে অনন্ত জলিল টাকা দিয়েছে, কাঞ্চন ভাই টাকা দিয়েছেন। আমিও সব সময় আছি এই সংগঠনের পাশে।’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

শুটিং শেষ হলে নায়ক-নায়িকাদের জাঁকাল পোশাকগুলোর কী হয়?

ছবির পর্দায় তারকাদের নানা রকম ফ্যশনেবল জাঁকাল পোশাক পরতে দেখা যায়। এক একটি পোশাকের জন্য তাবড় তাবড় ডিজাইনারের মস্তিষ্ক থাকে। অনেক ছবির নায়ক বা নায়িকার পোশাক আবার ফ্যাশনে ট্রেন্ড হয়ে যায়।

যেমন এক সময়ে বান্টি বাবলি স্যুট ফ্যাশনে ইন হয়। জব উই মেট ছবিতে করিনা কাপুরের হারেম প্যান্ট রীতিমতো ফ্যাশন দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিল। কিন্তু ছবিতে তারা যে পোশাকগুলো পরেন, সেগুলো শুটিং শেষ হলে কোথায় যায়। শুধু ফ্যাশনেবল পোশাক নয়। বিভিন্ন চরিত্রের জন্য বিভিন্ন রকমের পোশাক বরাদ্দ থাকে। সেই পোশাক অন্য ছবিতে রিপিট করতেও দেখা যায় না। তাহলে যায় কোথায় সেই পোশাকগুলো।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে এই রহস্যের সমাধান হয়েছে বেশ কিছুটা। জানা যাচ্ছে,

১)সব কস্টিউম সমান নয়। কিছু পোশাক দিব্য চলে দৈনন্দিনে। সাধারণ পোশাকগুলো রিপিট করা হয়। যেমন ডেনিম প্যান্ট বা কোনও সলিড রঙের টিশার্ট জাতীয় পোশাক। কিছু একেবারে চিত্রনাট্যের আবদার মেনেই বানানো। কিছু আবার এতটাই চোখে পড়ার মতো যে, তাদের বাক্সবন্দি হয়েই থেকে যাওয়া ছাড়া গতি থাকে না।

২) ছবির শুটিং শেষ হলে প্রোডাকশন হাউস কস্টিউমগুলোকে বাক্সবন্দি করে। পরে অন্য কোনও প্রোডাকশনেও তা কাজে লাগানো হয় অনেক সময়ে।

৩) কোনও কোনও কস্টিউম অভিনেতারা পছন্দ করে সেটা কিনে নেন। কখনও আবার ডিজাইনার নিজে তার ডিজাইন করা পোশাকটিই নিয়ে নেন। ছবি হিট হলে ডিজাইনার সেই পোশাককে তার বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করেন।

৪) তবে সিরিয়ালের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু অন্যরকম। সিরিয়ালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাড়ি লেহেঙ্গা ইত্যাদি পরেন অভিনেতারা। সেই

পোশাকগুলো রিসাইকলড হতেই থাকে। অন্য ধারাবহিকেও পরেন অভিনেতারা।

সূত্র : কলকাতা ২৪x৭।